দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

# কনফুসিয় মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষাদর্শন: একটি পর্যালোচনা

**আহম্মদ উল্লাহ***

**সারসংক্ষেপ**

কনফুসিয়াস, চীনের একজন প্রভাবশালী মহান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর দর্শন মানবতাবাদী দর্শন এবং এ দর্শন নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। শিক্ষাকে তিনি মানবিকতার ভিত্তি ও উত্তম জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন। তাঁর মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষাদর্শন কেন্দ্রীভূত ছিল মানুষের প্রতি, মানব প্রকৃতির প্রতি ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসাতে। শিক্ষাকে তিনি এমন রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে চিন্তা করেছেন যা উত্তম শাসক, উত্তম মানুষ এবং উত্তম সমাজ তৈরি করবে। কনফুসিয়াসের নিকট তাই নৈতিক শিক্ষাই অন্যতম সমর্থনযোগ্য শিক্ষার লক্ষ্য। প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ এবং তাদের আন্তঃ সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে কনফুসিয়াসের শিক্ষাগত ধারণা গঠিত হয়েছে বলে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে কেবল তাঁর সময়ের নানা সমস্যার সমাধান আবিস্কার করেন নি; বরং পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রবন্ধের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক প্রধান সেইসব নীতির আলোচনা করা যা বস্তুত কনফুসিয় মানবতাবাদী, নৈতিক শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি রচনা করে। পাশাপাশি এসব ধারণাসমূহ কীভাবে উত্তম মানব ও কনফুসিয় আকাঙ্ক্ষিত মানবিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছে তার পর্যালোচনার মাধ্যমে কনফুসিয় শিক্ষাচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরার প্রচেষ্টা করবো আলোচ্য প্রবন্ধে।

কনফুসিয়াস, চীনা ভাষায় কুং ফু যূ (K'ung Fu Tzu), লাতিন উচ্চারণে কনফুসিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯), এশিয়ায় দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে প্রভাবশালী একজন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ, যিনি নৈতিকতা ও নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্রিক অন্যতম একটি দার্শনিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা; যা কনফুসিয়ানিজম নামে পরিচিত। কনফুসিয়ানিজম, এর মূল ভিত্তিতে, নৈতিকতার অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনের সম্ভাব্যতার পূর্ণতা অর্জন, সমাজ এবং রাষ্ট্রে সম্প্রীতি অর্জন করার একটি পথ। নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মানুষ হতে শেখে, তা মানবিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ব্যক্তিক

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য বলে কনফুসিয়াস মনে করেন। [Koller, 2016:196] তিনি চৈনিক সভ্যতার উপর এক ধরণের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চীনা দার্শনিক যাঁর মতবাদ ও দর্শন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন, জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মতো দেশের সামাজিক জীবন, কর্ম-পেশা, নৈতিকতা ও আদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত, এদেশগুলোর মধ্যে অনেকাংশে একইরকম দার্শনিক ঐহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান রয়েছে। [Kuing Ryu, 2008:57] এমনকি বর্তমানকালের মার্কসবাদী চীনেও তাওবাদ ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি মূলত কনফুসিয় দর্শনই সচেতন বা অচেতনভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে বিরাজমান। [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] তাঁর প্রভাব সম্পর্কে কনফুসিয়াসের একজন অনুসারী Chu His (1130 -1200 CE) বলেন,"*কনফুসিয়াসের প্রভাব সূর্যের মতো যিনি প্রাচীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে নির্বাসিত করেছিলেন।*"[Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:36] তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের নৈতিকতার বিকাশে কনফুসিয়াসের দর্শনের অবদানের বিষয়টিই প্রকাশ পায়।

## (১)

এটি স্বীকৃত যে, কনফুসিয় দর্শন মানবতাবাদী দর্শন এবং এ দর্শন নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মূলতঃ তাঁর দর্শন আধিবিদ্যক বিশ্লেষণের চাইতে নৈতিকতার প্রতিই অধিক মনোনিবেশ করে। [Richey, 2005] তাঁর মতে, মানুষ জন্মসূত্রে সদগুণাবলীর অধিকারী হলেও মানুষকে তা বিকশিত করতে হয়। আর নৈতিকতার শিক্ষাই সেই বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। [Lai, 1995:249-272] সুতরাং বলা যায় নৈতিক শিক্ষা ছিল তাঁর দার্শনিক আলোচনার মূল বিষয়। তাছাড়া কনফুসিয়াস চীনে সকল যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে বিবেচিত। প্রাচীন চীনে শিক্ষা বলতে মূলতঃ নৈতিক শিক্ষাকেই বোঝানো হতো। সে কারণে কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শনের প্রায় সবটুকুই নৈতিক শিক্ষার আওতায় পড়ে। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:37] মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কনফুসিয় বিশ্বাস নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করে। তিনি বিশ্বাস করেন, সকল মানুষ সমান। সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। কনফুসিয় নৈতিক শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর এ বিশ্বাস দুটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; প্রথমত: সকল মানুষ সমান এই অর্থ প্রকাশ করে যে, সকল মানুষের একই রকম মানসিকতা ও প্রয়োজন রয়েছে। যা মানুষকে একে অন্যের অবস্থান থেকে চিন্তা করার সামর্থ প্রদান করে; দ্বিতীয়ত: অনুশীলন ও সামাজিক প্রভাবের নির্ণায়ক ভূমিকা মানুষের নৈতিক চরিত্রে বিশাল পার্থক্য তৈরি করে।

কনফুসিয়াসের মতে, মানব প্রকৃতি নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আবেগীয়– এ তিনটি শক্তি দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে নৈতিক শক্তি নির্ধারণ করে মানুষ তার জীবন ও আচরণের ক্ষেত্রে কোন পথ বা উপায় গ্রহণ করবে। কারণ নৈতিক শক্তিই ভালো বা মন্দ, ন্যায় কিংবা অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ করে। আর বৌদ্ধিক শক্তি যা বুদ্ধির গুণ দ্বারা ভূষিত, নৈতিক মনের সিদ্ধান্ত, যথার্থ চিন্তা ও আচরণের প্রকাশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। আর মানুষের আবেগীয় ক্ষেত্র যা আবেগ, অনুভূতি, সহজাত তাড়না ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ে গঠিত তা কনফুসিয়াসের মতে, ভালো এবং মন্দ উভয়েরই উৎস। মানুষের আবেগ ও অনুভূতির যথাযথ সহায়তা ও নির্দেশনা পেলে মানুষ তার মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণ 'মানবতার *(ren)* প্রতি ভালোবাসা' এর সঠিক প্রকাশ করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন মানুষ তখনই স্বার্থপর শ্রীহীন হবে যখন সে তার সহজাত তাড়না ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হবে। সে কারণে নৈতিক ইচ্ছার অন্য দুটি শক্তির তথা বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের শাসক হওয়া আবশ্যক বলে কনফুসিয়াস মনে করেন। [Helena,1980:118] মানুষের নৈতিক ইচ্ছাই একজন মানুষ ভালো হবে কি মন্দ হবে তা নির্ধারণ করে বলে তিনি নৈতিকতার শিক্ষাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি আরও বলেন জ্ঞান যদিও মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় ও প্রজ্ঞাকে প্রসারিত করে তবুও কেবল জ্ঞান শিক্ষার কোনো লক্ষ্য হতে পারে না।

## (২)

কনফুসিয়াস চীনের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রাচীন চীনের ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসকদের নৈতিক দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী ও তাদের প্রশাসনিক দক্ষতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর দর্শন চিন্তার অনেক ক্ষেত্রেই ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসকদের দর্শন ও নীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কনফুসিয়াস, ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসক (Duke) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে আচার-অনুষ্ঠান ও সংগীতের মাধ্যমে নৈতিকতার শিক্ষার প্রচলনের দ্বারা এমন সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে দেশ পরিচালিত হবে সদগুণাবলীর দ্বারা এবং মানুষ তাদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তা মেনে চলবে এবং তদানুযায়ী আচরণ করবে। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:37] এটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষার অনেক ধারণারই উৎস ছিল ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসন ব্যবস্থা। নৈতিকতার লালন হবে স্বর্গের আদেশের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা –ঝাউ *(Zhou)* শাসকদের এই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কনফুসিয়াস তাঁর "নৈতিকতার দ্বারা শাসন" এই ধারণাটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। এছাড়াও সামাজিক শৃঙ্খলা

রক্ষায় মাতাপিতার প্রতি সন্তানের যোগ্য আচরণ বা পরিবারবৎসল আচরণ ও আচারাদির প্রতি তিনি যে গুরুত্ব দিয়েছেন তাতেও ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কনফুসিয়াসের নিজস্বতা হলো তিনি প্রাচীন রীতির কেবল রক্ষাই করেন নি; বরং এসব প্রাচীনধারণাগুলির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, এর সাথে নতুন ধারণার সংযোগ ঘটিয়েছেন এবং সর্বোপরি তিনি সেগুলোকে নৈতিক শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও তাঁর অনুসারীদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:37]

দীর্ঘ দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চীনা নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উপাদান ও উৎস হলো কনফুসিয় দর্শন। প্রাচীন সংস্কৃতির অনুরক্ত, প্রশংসাকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কনফুসিয়াস পশ্চিম ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের ৬টি চিরায়ত গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। সেগুলো হলোঃ *The Classic of Poetry, The Book of History, The Book of Changes (I Ching), The Book of Rites, The Classic of Music.Spring and Autumn Annals*। এ সমস্ত ক্লাসিক্স, *The Analectic of Confucius*, যা কিনা কনফুসিয়াসের বাণী এবং অনুসারীদের সাথে তাঁর কথোপকথনের সংকলন এবং এছাড়া আরও কিছু গ্রন্থ যা তাঁর অনুসারীদের দ্বারা সম্পাদিত বা লিখিত হয়েছে মূলত সেগুলোকেই কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষাদর্শনের উৎস বলা যায়। [Donald H. Bishop (ed.), 1995:15] “নৈতিকতার দ্বারা শাসন” ধারণাটি একই সাথে কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষাদর্শনের সূচনা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষাদর্শনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল আর তা হলো শাসকদের নৈতিক সদগুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমগ্র জাতির মধ্যে এক উন্নত আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া। বস্তুত এটি ছিল তাঁর নৈতিক শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। পাশাপাশি কনফুসিয়াস এ বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, শাসকগণ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কঠোর আইন বা কঠিন শাস্তির পরিবর্তে নৈতিক শিক্ষার প্রতি অধিক নির্ভর করবেন। তিনি বলেন “যদি শাস্তির মাধ্যমে সমতা আনয়নকারী আইন দ্বারা জনগণ পরিচালিত হয়, তাহলে তারা শাস্তি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে, তাদের মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ থাকবে না। কিন্তু যদি তারা আচরণ ও রীতি নিয়মের শুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট সদগুণ ও সমতা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে লজ্জাবোধ থাকবে এবং তারা ভালো হয়ে পড়বে।” [হেলাল উদ্দিন (অনু.), ২০১৮:১৪] তবে কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকলেও সাধারণের শিক্ষা সম্পর্কে তথা একটি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে তিনি কখনোই উদাসীন ছিলেন না। বরং তিনি

উত্তম মানব তথা শাসকদের নৈতিক সদগুণাবলীর শিক্ষা ও চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি মনে করতেন শাসক তথা উত্তম মানবগণ নৈতিকতার ধারক হিসেবে সাধারণের জন্য একটি রোল মডেল বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এবং একটি আদর্শ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য কাঙ্ক্ষিত নৈতিক রীতিনীতিগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন উত্তম মানবই উত্তম জীবন গঠন করতে পারে। [Chenyang Li., 2017:39] অর্থাৎ শিক্ষাকে কনফুসিয়াস মানবিকতার ভিত্তি ও উত্তম জীবনের জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন।

কনফুসিয় নৈতিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শান্ত করা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। কনফুসিয়াস এমন এক সময়ে বসবাস করতেন যখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল চরম এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভেদ এবং নৈতিকতার পতন ছিল ব্যাপক আকারে। পারিবারিক পরিমণ্ডলেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকট ছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে ক্ষমতার মোহে পুত্র পিতাকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করতো না। এছাড়াও তিনি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কীভাবে দারিদ্রতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কঠোরতা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। এমন পরিবেশ পরিস্থিতি ও অরাজকতা কনফুসিয়াসকে ব্যথিত করেছিল। পাশাপাশি তিনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করেছেন কীভাবে উন্নত আদর্শ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পূববর্তী শাসকদেরকে প্রভাবিত করেছিল । [Koller & Koller,1998: 252-253] এই দু'ধরনের অভিজ্ঞতা তাঁকে নৈতিক শিক্ষার দ্বারা সামাজিক সংস্কারে মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

কনফুসিয়াস শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে মানবিকতা ও নৈতিকতাকে প্রধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের শিক্ষার কোনো বস্তুগত লক্ষ্য নেই, থাকতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ করে। কোনো জাগতিক তথা বস্তুগত লক্ষ্য পূরণ করা, কোনো বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, এবং শিক্ষা হলো মানুষের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং আবেগীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ। কোনো বস্তুগত অর্জন, দক্ষতা অর্জন শিক্ষার লক্ষ্য হলে সে শিক্ষা মানুষকে শূন্য পাত্র বা যন্ত্রে পরিণত করে বলে কনফুসিয়াস মনে করেন। [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] অর্থাৎ কনফুসিয়াসের মতে, শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পরিপূর্ণ মানুষ *(Junzi)* তৈরি করা। কনফুসিয়াস শিক্ষা বলতে মানুষের আবেগীয়, বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন। তাই তাঁর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক, নৈতিক ও মানবিক এক মানুষ তৈরি করা। তাঁর মতে, মানবিক মানুষ থাকে অকুতভয় এবং মঙ্গল ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। এমন মানুষ সম্পর্কে তিনি বলেন, *"একজন বুদ্ধিমান মানুষ সন্দেহমুক্ত; একজন দয়ালু মানুষ*

*উদ্বিগ্নতা থেকে; একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ও নৈতিক মানসিক সাহস ও শক্তি থাকার কারণে ভয়হীন থাকে।*" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] তাঁর এমন শিক্ষাভাবনায় মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক শক্তির এক সর্বব্যাপী ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কনফুসিয়াসের মতে, মানবিকতার সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা সজ্জিতকরণ বা অলংকরণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। এটি তাঁর মতে, এক রকম সাংস্কৃতিক পরিশোধন, যা কোনো রকম সারসত্তা ছাড়াই কাউকে অলঙ্কৃত করার সামিল। [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] কনফুসিয়াস মানবিকতা ও জ্ঞানকে অভিন্ন মনে করেছেন। জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনন্য। জ্ঞান বলতে তিনি বোঝান, জ্ঞান হলো মানুষকে জানা। [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] তিনি মনে করেন জ্ঞানের অন্বেষণ করা মানবতার অনুসন্ধান করার সাথে সম্পর্কিত। [Kaizuka, 1956:116-118] এটিকেই তিনি এক অর্থে সুখ বা কল্যাণ অনুসন্ধান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

## (৩)

কনফুসিয়াসের মতে, নৈতিকতা ছাড়া জ্ঞানার্জন বিপজ্জনক। তাঁর শিক্ষাকার্যক্রমের বা শিক্ষা চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল নৈতিক শিক্ষা। তিনি উত্তম মানব গঠনের পাশাপাশি তাঁর অনুসারীদেকে সরকারের সকল ক্ষেত্রে বা পর্যায়ে কীভাবে একজন যথার্থ কর্মকর্তা হিসেবে সেবা প্রদান করা যায় তারও শিক্ষা প্রদান করতেন। [Donald H. Bishop (ed.), 1995:14] এ উদ্দেশ্যে তিনি নৈতিক শিক্ষার এমন এক সমন্বিত পদ্ধতি গঠন করেছিলেন যেখানে "সুবর্ণমধ্যক" মতবাদ তার পদ্ধতি, "বদান্যতা" (*ren*) মানব প্রকৃতির তত্ত্ব ও পরিবারবৎসল আচরণের প্রতি তাঁর দার্শনিক সত্যতা, "ন্যায়পরায়নতা" (*yi*), "বিশ্বস্ততা" (*Zhong*) এবং "পারস্পরিকতা" (*shu*) নৈতিক নীতি ও বৈশিষ্ট্য এবং "আচারাদি ও সংগীত" নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ বা প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:38] আলোচনার এ পর্যায়ে কনফুসিয় মানবিক ও নৈতিক শিক্ষাদর্শনের প্রধান ধারণাগুলি আলোচনা করবো এবং এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো যে, এসব ধারণাসমূহ কীভাবে উত্তম মানব ও কনফুসিয় আকাঙ্ক্ষিত মানবিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার দিকটি মূলায়ন করার প্রচেষ্টা করবো।

নৈতিকভাবে চিন্তা করা এবং নৈতিক শিক্ষার মৌলিক নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবর্ণমধ্যক একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এরিস্টটলের Golden Mean বা সুবর্ণমধ্যকের ধারণার মতো কনফুসিয়াসের ধারণাও অত্যধিক ও ঘাটতির একটি মধ্যবর্তী অবস্থাকেই নির্দেশ করে। তবে এরিস্টটলের ধারণা যেখানে নৈতিক আচরণে মিতাচারের

কথা বলে কনফুসিয়াস সেখানে জনহিতৈষীতা বা বদান্যতা এবং ভারসাম্যের গুরুত্বের প্রতি জোর দেন। বিভিন্ন সময়ে কনফুসিয়াস তাঁর অনুসারীদেরকে সুবর্ণমধ্যক মতবাদের অর্থ বোঝাতে এবং নৈতিকতার বিকাশে এটি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সীমীত অবস্থার চেয়ে অত্যধিক ভালো কি না? জবাবে তিনি বলেন "*সীমা অতিক্রম করা সীমাবদ্ধতার মতোই মন্দ।*" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সত্যের অবস্থান যথার্থ ও পরিমিত মধ্যম অবস্থায়। *Analects* এ কনফুসিয়াস সুবর্ণমধ্যক নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলেন, যখন কেউ কোনো সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করবে, প্রথমত সে দুটি চরম অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং তারপর দুইয়ের মধ্যে যথাযথ মধ্যম পন্থার অনুসন্ধান করবে। সূবর্ণমধ্যক নীতির অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি একদিকে দৃঢ় গুণাবলী আবার অন্যদিকে শুদ্ধতা উভয়ের প্রতি গুরুত্বের কথা বলেছেন। কেননা তাঁর মতে এগুলোর যে কোনো একটির স্বল্পতা ব্যক্তির চারিত্রিক দূর্বলতাই প্রকাশ করে। তাঁর মতে মহৎ মানুষ মূল্যায়নের নীতি এটিই। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:39] বলা যেতে পারে,সুবর্ণমধ্যক বলতে কনফুসিয়াস নিছক মধ্যবর্তী অবস্থানের কথা চিন্তা করেননি, বরং এমন অবস্থার কথা চিন্তা করেছেন যা হবে কেন্দ্রীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি কনফুসিয় নৈতিক চিন্তাধারার একটি প্রধান ধারণা।

কনফুসিয় দর্শনের আধ্যাত্মিক মূল হলো রেন (*ren*) এর ধারণা, যার অধিক প্রচলিত ও প্রাসঙ্গিক বাংলা প্রতিশব্দ বদান্যতা বা হিতৈষিতা, যদিও শব্দটির অসংখ্য অর্থের প্রয়োগ ও প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত, এ ধারণার যথাযথ উপলব্ধি ছাড়া কনফুসিয় দর্শন বোঝা কঠিন। যদিও রেন (*ren*) শব্দটি কনফুসিয়াসের সৃষ্টি নয়। শব্দটি প্রথম *The Book of History*-তে লক্ষ্য করা যায়। তবে কনফুসিয়াস এটিকে নৈতিক অর্থে সমৃদ্ধ একটি শব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন ও ব্যবহার করেন। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:40] *The Book of History*-তে রেন (*ren*) শব্দটি হিতকারী বা পরার্থপর ভালবাসা প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হতো। কনফুসিয়াস সেখান থেকে শব্দটি গ্রহণ করেন এবং যথার্থ মানব প্রকৃতি, মানুষের সম্পূর্ণতার সদগুণ, মানব সম্পর্কের পরিচলনার নৈতিক গুণাবলী, স্ব-বিকাশের ভিত্তি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিমাপক বোঝাতে এটির পরিধির বিস্তৃতি ঘটান। [Helena,1980:130] কনফুসিয়াস তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছেন রেন (*ren*) এর ধারণাকে কেন্দ্র করে। [Hsu Fu-Kuan,1963:91] উক্ত ধারণাটি তাঁর রাজনৈতিক ও নৈতিক দর্শনের যেমন ভিত্তি তেমনিভাবে শিক্ষাদর্শনেরও ভিত্তি। কনফুসিয় মতবাদে রেন (*ren*) বলতে মানব সম্পর্কের পারস্পরিকতাও বোঝায়। অর্থাৎ কনফুসিয়াসের মতে, রেন

(*ren*) বলতে, একই সাথে বিবেচক ও সহানুভূতিশীল হওয়াকে বোঝায়। কনফুসিয়াস নির্দেশিত রেন (*ren*) এর গুণ মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে অন্তর্নিহিত। কনফুসিয়াস তাঁর কথপোকথনে রেন *(ren)*-এর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করেন নি। যা তাঁর এই উপলব্ধির বিষয়টি প্রকাশ করে যে, মানবতা যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তি সত্তার মধ্যে নিহিত, যেভাবে এটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত, সেভাবে এটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্পর্কের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা আবশ্যক। তাঁর মতে, মানব আচরণের পরম নীতি হলো রেন *(ren)*। [Koller, 2016:198] কনফুসিয়াস রেন (*ren*) কে উত্তম ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্র হিসেবে চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটি অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য অনস্বীকার্য, চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিষয়। তিনি বলেন, "*বদান্যতা বা হিতৈষিতা হলো এমন চরিত্র যা উত্তম মানুষ ধারণ করে এবং কোনো অবস্থাতেই সে পরিত্যাগ করে না। মহৎ মানুষ নিজের জীবনের বিনিময়েও এটিকে ত্যাগ করে না।*" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] রেন (*ren*) কনফুসিয়াসের মানবতাবাদী শিক্ষার ভিত্তি, একই সাথে শিক্ষার প্রেরণা, দিকনির্দেশনা, প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্য। মানুষ রেন (*ren*) এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় কারণ এটি তার প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সহানুভূতিশীল, এটাই তার মানবিকতা। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করেন, এই সহানুভূতি বা মানুষের প্রতি ভালবাসা শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। [Uno,1926:42] রেন (*ren*) হলো সার্বজনীন শান্তি, প্রশান্তি ও ঐক্য অর্জনের জন্য মানবিকতার গুণ, যাকে কনফুসিয়াস আদর্শ নৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে মনে করতেন। তিনি বলেন, মানুষের অকৃত্রিমতা ও উদারতা পরিশীলিত হয় রেন (*ren*) এর মধ্যে। এই লক্ষ্য পূরণে কনফুসিয়াস মানুষকে আলোকিত ও সামাজিক করে তোলার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কনফুসিয়াসের মতে, যা মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ করে তা হলো রেন *(ren)*। স্পষ্টত: রেন *(ren)* তাই যা আমাদেরকে সত্যিকারের মানুষ করে। এটিকে পরিহার করা হলো পরিপূর্ণ মানব জীবন পরিহার করা। রেন *(ren)* সকল মানবিক মূল্যবোধ ও গুরুত্বের ভিত্তি। কনফুসিয়াসের অনুসারীদের মতে, রেন *(ren)*-এর পথ অনুযায়ী জীবনযাপণ করার অর্থ হলো আপন মানব হৃদয়ের বিকাশ ঘটানো এবং অন্যদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া। তাই কনফুসিয়াসের নিকট ব্যক্তি কখনও অন্য ব্যক্তি বা সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সকলে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং কেবল পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ও নিখুঁদকরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজ সর্বোচ্চ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

কনফুসিয়াসের মতানুযায়ী রেন (*ren*) বিকাশের জন্য নৈতিক নিয়মের যথাযথ শিখন ও অনুশীলন অপরিহার্য। পাশাপাশি নৈতিক গুচ্ছ ধারণা যা বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা,

পারস্পরিকতা, পরিবারবৎসল আচরণ এবং ন্যায়পরায়ণতার ধারণার সমষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে তার শিখন ও অনুশীলন ও প্রয়োজন। কারণ এসব গুণের সমন্বয়ে গঠিত জীবনেই রেন (*ren*) প্রতিফলিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ঐক্যবদ্ধ ও সদগুণসম্পন্ন সমাজ গঠনে আবশ্যক। বিশ্বস্ততা (*Zhong*) এমন একটি মৌল ধারণা যা রেন (*ren*) এর চেতনায় বাস্তবে রূপায়িত হয় বা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, কনফুসিয়াস বিশ্বস্ততা (*Zhong*)-র ধারণাকে নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তারা বলেন, বিশ্বস্ততা (*Zhong*) হলো সার্বভৌমের প্রতি অবিচল আনুগত্য। তবে কনফুসিয়াসের নৈতিক দর্শনে উত্তম সমাজ গঠনে, উত্তম শাসক প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ের কথা উল্লেখ থাকলেও তাঁর কাছে বিশ্বস্ততা (*Zhong*) কেবল আনুগত্য নয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম নয়, এ ধারণার আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো আন্তরিকতা বা অকপটতা। তাঁর মতে, শাসকের প্রতি কেবল শর্তহীন আনুগত্য বিশ্বস্ততা (*Zhong*) বিষয়ে কনফুসিয় অর্থের বিকৃত প্রকাশ করে। অর্থাৎ তিনি আনুগত্য ও আন্তরিকতা উভয় অর্থেই বিশ্বস্ততা (*Zhong*)-র কথা বলেছেন। এখানে পাস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বের দাবীদার। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "একজন মন্ত্রী সার্বভৌমতাকে *যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার (মর্যাদার) সাথে বিবেচনা করবে।*"[হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] বস্তুত, এখানে তিনি আনুগত্যের চাইতে পারস্পরিক মূল্যায়ন ও মর্যাদা রক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কনফুসিয়াস প্রায়ই বিশ্বস্ততার ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্যতা (*xin*) ধারণার সাথে যুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাসযোগ্যতা (*xin*) হলো এমন মনোভাব বা আচরণ বা মানসিক অবস্থা যার মাধ্যমে বিশ্বস্ততা (*Zhong*)-র সার বা মূলভাব প্রকাশিত হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা (*Zhong*) ও পারস্পরিকতা (*shu*) কনফুসিয় রেন (*ren*) এর মূলভাব প্রকাশে একই সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বস্ততা (*Zhong*) হলো অন্যকে বিবেচনা বা সহায়তা করার জন্য একজন মানুষের উত্তম মানসিকতা বা আচরণ। আর পারস্পরিকতা (*shu*) হলো নিজের অনুভূতি ও প্রয়োজনীয়তার মতো করে অন্যের অনুভূতি ও প্রয়োজন বিবেচনা করার ইচ্ছা। সুতরাং পারস্পরিকতা (*shu*) হলো মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় ভিত্তি যার দ্বারা একজন মানুষ অন্যের নিকট বিশ্বস্ত হতে পারে। পারস্পরিকতা (*shu*)-র নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, "*তোমার নিজের ক্ষেত্রে যা তুমি কামনা কর না, তা অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করো না।*" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮:১৩] তিনি মনে করেন উত্তম মানুষ রেন (*ren*) অর্জনের জন্য পারস্পরিকতা (*shu*)-র এ নীতি অনুসরণ করে। তিনি প্রত্যাশা করেন সকল মানুষই এই নীতি অনুসরণ করবে। এ মতের প্রচারণার দ্বারা কনফুসিয়াস এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সকলকে ভালবাসা, যত্ন ও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং কখনও অন্যের ক্ষতি করা যাবে না বা কখনও

কাউকে উপায় হিসেবে এমনকি কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

পরিবারবৎসল আচরণ *(xiao)* কনফুসিয় নৈতিক শিক্ষা উপলব্ধি করার উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উপায়। ধারণাটির উৎস ছিল প্রাচীন চীনের পূর্ব পুরুষদের ভক্তির অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা এবং পরবর্তীতে তা ওয়েস্টার্ন ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশে বিবর্তিত হয়ে পিতামাতার প্রতি পরিবারবৎসল মমতা ও ভাইয়ের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ ভালোবাসার ধারণায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং পরিবারবৎসল আচরণ আচারাদির অনুশীলন ও বড়দের শ্রদ্ধা করাকে বোঝায়। কনফুসিয়াস বলেন, পরিবারবৎসল হওয়ার অর্থ হলো "রীতির অবাধ্য না হওয়া... পিতামাতা যখন বেঁচে থাকে তাদেরকে আচারাদি অনুযায়ি সেবা করা উচিত; তারা যখন মৃত্যু বরণ করে, *তাদেরকে আচারাদি মেনে সমাধিস্থ করা উচিত, এবং আচারাদি মেনেতাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করা উচিত।"* [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮:২২] অতএব পরিবারবৎসল আচরণ কেবল আচারাদিই নয় বরং এটা তার চেয়ে বেশি কিছু। আর তা হলো পরিবারের সদস্যদের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:43] তিনি মনে করেন, এটির মধ্যমে মানুষের নৈতিকতা বজায় রেখে আচরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে সামগ্রিক নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা বা ন্যায়পরায়ণতা হবে অন্যতম বিবেচ্য ও নির্ণায়ক। পরিবার শিশুর প্রাথমিক সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে বলে কনফুসিয়াস রেন *(ren)*-এর বিকাশে পরিবারের ওপর জোর দিয়েছেন। পরিবারেই শিশু প্রথম অন্যকে ভালোবাসতে শেখে। প্রথমে পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং ধীরে ধীরে এ ভালোবাসার বিস্তৃতি পরিবার সমাজ, রাষ্ট্রের গণ্ডি পেড়িয়ে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সম্প্রসাতির হয়। কনফুসিয়াসের প্রিয় শিষ্য ইউ জু (Yu Tzu) বলেন, "পরিবারবৎসল্যতা ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা মানবতার শেকড়।" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮:১৭] সুতরাং জিয়াও *(xiao)* কেবল পারিবারিক সদগুণ নয়। পরিবার থেকে এটির উৎপত্তি হলেও তা পরিবারের বাইরের আচরণকেও প্রভাবিত করে। বিস্তৃতির দিক থেকে এটি নৈতিক এবং সামাজিক সদগুণে পরিণত হয়। যখন সন্তান তার পিতামাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে শেখে, তখন সে তার ভাই-বোনেদেরকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখে। এবং এভাবে তারা সম্পূর্ণ সদগুণ অর্জন করে। ফলে তারা সকল মানব জাতিকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসার দ্বারা নির্দেশিত আচরণই মানবতার বা রেন *(ren)*-এর আচরণ। সুতরাং রেন *(ren)*-এর সূচনা ঘটে জিয়াও *(xiao)* এর মধ্যে। [Koller, 2016:200] বিশ্বস্ততা ও পরিবারবৎসল্যতার মতো ন্যায়পরাণতাও একটি সদগুণ যা বদান্যতা বা হিতৈষীতা থেকে

নিঃসৃত। কনফুসিয়াসের মতে, ন্যায়পরায়ণতা হলো এমন বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে নৈতিকভাবে সঠিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটি মানুষকে সদগুণের যথাযথ প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মনে করেন মানুষের উচিত সবসময় ন্যায়োচিত কাজ করা। মানুষের কখনই অন্যায় কাজ করা উচিত নয়। তিনি ন্যায়পরায়ণতাকে উত্তম মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনে করেন। তিনি বলেন, "উত্তম মানব ন্যায়নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়, অন্যদিকে ক্ষুদ্রমনা মানুষ বস্তুগত লাভকে গুরুত্ব দেয়।"[হেলাল উদ্দিন,২০১৮:৩৪] উল্লেখ্য যে, কনফুসিয়াস মানুষের বস্তুগত লাভের বিরুদ্ধে ছিলেন না। বরং তিনি এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগী ও যত্নশীল হতে বলেছেন যাতে বস্তুগতলাভ ন্যায়নিষ্ঠভাবে হয়।

আচারাদির অনুশীলন এবং সংগীত চর্চাকে কনফুসিয়াস মানুষের নৈতিকতার বিকাশকে সহজ করা ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং ঐক্য বজায় রাখার অন্যতম মাধ্যম বিচেনা করেছেন। এটি উল্লেখ্য যে, চৈনিক আচারাদি পালন পাশ্চাত্যের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে বোঝায় না। বরং এটি এমন দার্শনিক ধারণা যা প্রতীকী মূল্যবোধের সাথে যথাযথতা রক্ষা করার অর্থ প্রকাশ করে। যদিও আচারাদির উৎস আদিম সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি। তবে ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসক যথার্থ সামাজিক আচরণের মানদণ্ড এবং শাসক, বয়োজেষ্ঠ্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভিন্নতা প্রকাশের অর্থে আচারাদিকে আইন সিদ্ধ করেন। কিন্তু ঝাউ *(Zhou)* রাজবংশের শাসনের পতনের পর আচারাদি ধ্বংস হয়ে যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বিকৃত হয়ে যায় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এটির কার্যকারিতা হারিয়ে যায়। বস্তুত মানুষকে শিক্ষিত করা ও সামাজিক সংকট দূরীকরণে কনফুসিয়াস এ বিয়য়টিকে নুতন করে পুনরুজ্জীবিত করেন। [Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:44] মূলত,কনফুসিয় নৈমিত্তিক নৈতিক অনুশাসনের অংশ ছিল আচারাদির অনুশীলন। কনফুসিয়াস কেবল স্বর্গ এবং পূর্বপুরুষের বন্দনার উদ্দেশ্যেই নয় একই সাথে সামাজিক শ্রেণি বিভাজন, লিঙ্গ বিভাজন এবং গভীর ও দূরবর্তী সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য শিক্ষায় আচারাদির গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, "আচারাদি সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া কেউ সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।" [হেলাল উদ্দিন,২০১৮] কারণ তিনি মনে করেন, আচারাদির পালন সবাইকে যার যার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আচরণ পালনের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। কেননা আচারাদি কেবল আনুষ্ঠানিকতাকে বোঝায় না, এটি বদান্যতা বা হিতৈষীতার চেতনা, সূবর্ণমধ্যক নীতি এবং ঐক্যের তাৎপর্য প্রকাশ করে। যা ছাড়া সামাজিক শৃঙ্খলা অর্থহীন। আচারাদি আসলে বদান্যতা বা হিতৈষীতার বাহ্যিক প্রকাশ এবং বদান্যতা বা হিতৈষীতা হলো অন্তর্নিহিত নৈতিকতা যা আচারাদিকে জীবন্ত করে। আসলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

[Zhuran, Rud & Yingzi, 2018:45] কনফুসিয়াসের মতে, অনুচিত কামনা বা আকাঙ্ক্ষাকে দমন ও আচারাদির পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে বদান্যতা বা হিতৈষীতা অর্জিত হতে পারে। [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮]। সুতরাং আচারাদি হলো মানবিক সম্পর্কে ঐক্য রক্ষা ও সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের শক্তি বা মাধ্যম। যা একজনের আকাঙ্ক্ষা দমনের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থ বিবেচনা করাকে উদ্বুদ্ধ করে।

(৪)

কনফুসিয় শিক্ষাভাবনার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলির অধ্যায়নের বা আলোচনা থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, তিনিই এমন একমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি তৎকালীন যুগের শেষকালের অশান্তি ও মানুষের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক উপায়ে মানুষের সুখ বা কল্যাণকর অবস্থার চিন্তা করেছিলেন। এবং এর মাধ্যমেই তিনি তাঁর মানবতাবাদী নৈতিক চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন। চীনা শিক্ষাব্যবস্থায় যে পদ্ধতির ছিল অপরীসীম বা অসাধারণ প্রভাব। কনফুসিয় শিক্ষাদর্শন ছিল মূলতঃ মানুষের প্রকৃতির প্রতি তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা একধরণের মানবতাবাদ। মানব জ্ঞানের প্রতিটি শাখা এবং মানুষের সকল রকম আচরণ ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের এক উপায়; আর তা হলো মানুষের সুখ, কল্যাণ ও শান্তি। শিক্ষা ছিল সে লক্ষ্য অর্জনের উপায়। তাঁর মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল মানুষের প্রতি, মানব প্রকৃতির প্রতি  ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। "মানুষের উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে সৃষ্ট মানব প্রকৃতির জ্ঞান সকল জ্ঞানের ভিত্তি"-[হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] কে তাঁর মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষাদর্শনের অন্যতম বাণী বলা যেতে পারে। শিক্ষায় কনফুসিয় মানবতাবাদ যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে তেমনি তা সামাজিক পর্যায়েও লক্ষ্য করা যায়। বলা যেতে পারে, এটি গড়ে উঠেছে এ দুইয়ের সমন্বয়ে। ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় স্পষ্টভাবে প্রাকশিত হয় রেন *(ren)*-এর ধারণার মাধ্যমে। [Helena, 1980:138-139] তাই কনফুসিয়াসের শিক্ষার লক্ষ্যকে তিনটি ক্ষেত্রে; ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায়। ব্যক্তিক পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য উত্তম মানব *(junzi)* তৈরি করা; সামাজিক লক্ষ্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে উত্তম সমাজ তথা শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো সদগুণসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের মানুষের সমন্বয়ে কল্যাণকর, জনহিতৈষী সরকার বা শাসক শ্রেণি তৈরি করা। ব্যক্তি পর্যায়ে কনফুসিয়াসের মানবতাবাদী ও নৈতিক শিক্ষা হলো ব্যক্তি সত্তা হিসেবে ব্যক্তির স্বতঃমূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধির এবং সমাজ ও প্রকৃতির সাথে ব্যক্তির ঐক্য উপলব্ধির একটি প্রক্রিয়া। কনফুসিয়াসের মতে,পরিপূর্ণ মানুষ এমন মানুষ যিনি মনের শান্তি, মহিমান্বিত স্বশাসন এবং চরিত্রের স্বাধীনতার অধিকারী, যার মাধ্যমে

তিনি মানুষের প্রতি যথাযথ কর্তব্যপালন করতে পারেন। [Creel,1960:130] অতএব, কনফুসিয় মতানুযায়ী শিক্ষা বলতে মানুষকে প্রশিক্ষিত করা বোঝায় না। তাঁর মতে, শিক্ষা হলো মানুষকে মানসিকভাবে বা নৈতিকভাবে শিক্ষিত, বিস্তৃত, শক্তিশালী বা সমৃদ্ধশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে গড়ে তোলা।

কনফুসিয়াস শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন অনুসারে শিক্ষা শাসকের সাথে বিজড়িত। এমতাবস্থায় শিক্ষা শাসকের শাসনকার্য পরিচালনার ও জাতিকে নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে কনফুসিয়াস একটি মনোস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন; আর তা হলো অনুকরণ এবং দৃষ্টান্তের শক্তি। এই শিখন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতি হলো: একটি বা একজনের উত্তম দৃষ্টান্ত অন্যের জন্য মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে বা ভূমিকা রাখে। [Shryock, 1960:6] তিনি মনে করেন, মানুষ শুভ এর প্রতিদান শুভ, বদান্যতার প্রতিদান বদান্যতা দিয়ে দেয়। তিনি আরো বলেন, "একজন জনহিতৈষী মানুষ তাঁর দৃষ্টান্তমূলক আচরণ ও প্রভাব ক্ষমতার দ্বারা সমগ্র জাতিকে আন্দোলিত করবে, যেমন মৃদু বাতাসে ঘাস আন্দোলিত হয়।" [হেলাল উদ্দিন, ২০১৮] এভাবেই শিক্ষা শাসনের একটি মানবিক মাধ্যমে পরিণত হয় যা শাসনের জন্য আইন ও শাস্তির স্থান অধিকার করে। এটিই কনফুসিয়াসের শিক্ষাভাবনার মানবিকতার দিক।

কনফুসিয়াসের শিক্ষাভানার আরেকটি দিক হলো তাঁর শিক্ষা চিন্তার বাস্তব কিন্তু আদর্শবাদী প্রকৃতি। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে এমন শাসক তৈরি করতে চেয়েছিলন যারা জাতির শান্তি ও সম্প্রীতি বয়ে আনবে। এটি ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তার আদর্শবাদী দিক যেখানে একটি যথার্থ বা আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম বাহন হবে শিক্ষা। এ উদ্দেশ্যে কনফুসয়িাস নৈতিক শিক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন মানুষ গঠনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের চেয়ে নৈতিকতার অর্জন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত কনফুসিয়াসের শিক্ষাগত চিন্তাধারা তাঁর রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্য ছিল। শিক্ষাকে তিনি এমন রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে চিন্তা করেছেন যা উত্তম শাসক, উত্তম মানুষ এবং উত্তম সমাজ তৈরি করবে। তিনি মনে করনে একটি সার্বজনীন নৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তম সমাজ তৈরি করা যেতে পারে। কনফুসিয়াসের নিকট তাই নৈতিক শিক্ষাই অন্যতম সমর্থনযোগ্য শিক্ষার লক্ষ্য।

তবে কনফুসিয়াসের শিক্ষাভবনার সামগ্রিক দিক সময় ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তৎকালীন ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর চিন্তার যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা তা এড়িয়ে যাবার মতো নয়।। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে এ বিষয়টি আলোচনা ও মূল্যায়ন করা দরকার। সমসাময়িক পণ্ডিতগণ কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষার্দর্শনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি তাঁর অবহেলাপূর্ণ মনোভাব হিসেবে সমালোচনা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে চীনের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে কনফুসিয় দর্শনকে দায়ী করেন। [Han, Q.,1995:9-14] আবার অনেকেই এই বিষয়টির বিরোধিতাও করেছেন। তাঁরা দাবী করেন যে, কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা আধুনিক বিজ্ঞানের চেতনার সাথে অনেকাংশে সুসংগত কারণ এটি অনুসন্ধান ও সত্যের উপর জোর দেয়। [Liu, 2007:20-22] এছাড়াও কনফুসিয় শিক্ষাদর্শনে পূর্ববর্তী শাসকদের দর্শন ও নৈতিকতার প্রতি বিশেষ মনোযোগের বিষয়টিকে প্রাচীন চীনের পুরোনো ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের একরকম প্রচেষ্টা হিসেবে পরিলক্ষিত হয় যা প্রকৃতপক্ষে কনফুসিয় দর্শন সম্পর্কে একরকম বিতর্কের সৃষ্টি করে। তবে এমন সমালোচনার জবাবে বলা যায় যে, তিনি পুরোনো ব্যবস্থার পুনরূদ্ধার করেন নি বরং সমসাময়িক চিন্তার ভিত্তি হিসেবে অতীতের চিন্তাধারার ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তার গুরুত্বকে উপস্থাপন করেছেন, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমাহীন প্রভাবে আজ আমরা ভুলতে বসেছি। পরিবারবৎসল আচরণ ও আচারাদির অনুশীলনের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান, পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও দেশের স্থিতিশীলতায় অবদান রাখলেও পাশাপাশি একটি কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছিল যা গোষ্ঠীচিন্তা ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার উদ্যোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান এবং উদ্ভাবনকে শ্বাসরোধ করতে পারে বলে অনেক চিন্তাবিদ আশঙ্কা করেছিলেন । [Yum, 1998:374-388] তবে Han এবং তাঁর মতো আরও অনেক চিন্তাবিদ দাবী করেন যে, কনফুসিয় দর্শন মানুষের এমন উদ্যোগকে বাধা দেয় নি। কারণ এটি নৈতিক বিকাশকে ব্যক্তির দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। [Han, Y., 1995:148-149]

শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বুদ্ধি বা মানবতার প্রতি কনফুসিয়াসের অধিক গুরুত্ব প্রদান করাকে শিক্ষায় পুঁথিগত বিদ্যার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি কনফুসিয়াসের একরকম অবহেলা বলে সমালোচনা করা হয়। তবে কনফুসিয়াসের সামগ্রিক শিক্ষাদর্শনের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় না যে, তিনি বইয়ের শিক্ষাকে গুরুত্বহীন মনে করেছেন বা অস্বীকার করেছেন। বরং এই ধারণা করা যায় যে, তিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই এমনটা চিন্তা করেছেন। কনফুসিয়াসের মতে, জ্ঞান অর্জনের

জন্য পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং তথ্য ও ঘটনার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাঁর মতে, শিক্ষিত হওয়ার অর্থ হলো চিন্তা করার সক্ষমতা অর্জন করা; পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ধারণা তৈরি করতে পারা; এবং তারপর সে অনুযায়ী আচরণ করার সক্ষমতা অর্জন করা। [Chan, 611] আর ব্যবহারিক বুদ্ধি, মানবতার লালন এবং অনুশীলন না থাকলে তা কখনই সম্ভব নয়। তবে এটা বলা যায় যে, তিনি এর মাধ্যমে বইয়ের জ্ঞানের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যার অভাব আজকের কেবল প্রয়োজন ও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থায় আশঙ্কাজনকভাবে বিরাজমান।

(৫)

প্রকৃতপক্ষে কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ছিল উচ্চাকাঙ্খী তবে তা বাস্তবতাবিবর্জিত নয়। সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার একটি উপায় হিসেবে তিনি শিক্ষাকে চিন্তা করেছিলেন। প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ এবং তাদের আন্তঃ সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে কনফুসিয়াস তাঁর শিক্ষাগত ধারণা গঠন করেন। যার কারণে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে কেবল তাঁর সময়ের নানা সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করেন নি; বরং পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিক্ষা মানুষের কল্যাণের, সুখের জন্য একটি কার্যকর সমাধান। কনফুসিয়াসের মতে, সুখ হলো আধ্যাত্মিক কল্যাণের বা মঙ্গলের একটি অনুভূতি যা একজন মানুষের পরিপূর্ণতার অনুভূতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পরিপূর্ণ মানুষ মানবতাকে পরিপূর্ণভাবে লালন-পালন করে, মানবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটায় এবং তিনি নিজের ও অন্যের প্রতিদায়বদ্ধতার দিকটি যথাযথভাবে পালন করে। শিক্ষার প্রক্রিয়ায় মানুষকে শেখানো হয় কীভাবে চিন্তা করতে হয় এবং তদানুযায়ী আচরণ করতে হয়। কীভাবে চিন্তা করতে হয় তা জানার জন্য মানসিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, এবং চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন অনুশীলন। কনফুসিয়াসের মতে, বেঁচে থাকাই হলো অনুশীলন এবং বেঁচে থাকার জন্য সমাজের সকলের আন্তঃক্রিয়া প্রয়োজন। তিনি মনে করেন সামাজিক জীবনযাপনের চেয়ে বাস্তবমূখীশিক্ষার আর কোনো ক্ষেত্র হতে পারে না। সে কারণেই তিনি ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানকারী শিক্ষাদর্শনের কথা বলেছেন।

*"The Analects"* এর ভিত্ততে বলা যায় চৈনিক দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কনফুসিয়াসের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় যে, কনফুসিয়াস চৈনিক দার্শনিক চিন্তার অন্যতম ধারা, মানবতাবাদী ধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানবতাবাদী প্রবণতার উপস্থিতি যদিও কনফুসিয় চিন্তাধারার বহু আগে থেকেই চৈনিক চিন্তায় ছিল। কিন্তু মানবতাবাদী বিষয়টিকে চৈনিক দার্শনিক চিন্তাধারার একটি অন্যতম শক্তিশালী চালিকা

শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন কনফুসিয়াস। তিনি আধ্যাত্মিক সত্তা এমনকি মরোণত্তর জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন নি। বরং তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। বলা যায়, তিনি কেবল মানুষকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন মানুষই উত্তম পথ সৃষ্টি করতে পারে। উত্তম পথ মানুষকে উত্তম বা মহান করতে পারে না। [Wing (trans), 1963:15] তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যা গড়ে উঠবে উত্তম শাসনব্যবস্থা এবং ঐক্যবদ্ধ, সঙ্গতিপূর্ণ মানবিক সর্ম্পকের ভিত্তিতে। এ লক্ষ্যে তিনি শাস্তির বা ভয়ের ভিত্তিতে নয় বরং সদগুণ এবং নৈতিকতার নিরিখে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কল্যাণ বা ন্যায়পরায়ণতা হবে সেই শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, তিনি সমাজের সকল মানুষের পূর্ণতার ধারণায় বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে তিনি জুনজি *(junzi)* বা শ্রেষ্ঠ মানুষ বা সদগুণসম্পন্ন মানুষ সর্ম্পকে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করেন। পূর্বে শ্রেষ্ঠ মানবের গুণ হিসাবে বুঝানো হতো মহত্বকে যা অর্জিত হতো সামাজিক অবস্থান বা উত্তারাধিকার সূত্রে।

কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ছিল অ-বস্তুবাদী এবং অ-উপযোগবাদী। তাঁর মতে বস্তুগত লক্ষ্য মানুষকে নষ্ট করে। আর উপযোগবাদী লক্ষ্য মানুষকে নিছক শূণ্য পাত্রে পরিণত করে। এবং উভয় লক্ষ্যের মধ্যেই মানুষকে অমানবিক সত্তায় পরিণত করার প্রবণতা রয়েছে। তিনি শিক্ষার এমন লক্ষ্যকে ঘৃণা করতেন বা সমালোচনা করতেন। তিনি মনে করেন এমন লক্ষ্য শিক্ষাকে কেবল জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। তাই তিনি শিক্ষার এমন লক্ষ্যের পরিবর্তে মানুষের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং শারিরীক সক্ষমতা বা শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য বিবেচনা করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, আধ্যাত্মিক বিকাশই মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে পারে এবং মানবিক বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শনের অধ্যয়ন থেকে এটি বলা যায় যে, কনফুসিয়াস কেবল একজন ট্রান্সমিটার বা প্রেরক ছিলেন না। বরং ব্যাপক পরিসরে তিনি মূলত: ছিলেন একজন সৃজনশীল উদ্ভাবক। তিনি ঐতিহ্যগত সেইসব ধারণার আবিষ্কার ও লালন করতেন যা প্রাসঙ্গিকতাকে গ্রহণ করে এবং যা কিছু অপ্রাসঙ্গিক তাকে ত্যাগ করে। বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং তথ্য ও ঘটনার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল উদ্ভাবনের পরিণতিই হলো তাঁর মানবতাবাদী শিক্ষাদর্শন। তাই বলা যায়, কনফুসিয়াস ছিলেন মূলত: নতুন এক রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত আদর্শের স্রষ্টা; যিনি ঐতিহ্যকে ধারণ করে, লালন করে, যথার্থ মূল্যায়ন করে তাঁর সৃষ্টির বাস্তবায়ন

করেছেন। কনফুসিয়াস মনে করেন সংঘাতহীন ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী হলো আদর্শ পৃথিবী। এমন পৃথিবী সৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি চেয়েছিলেন উন্নত নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন শাসকের দ্বারা পরিচালিত সদগুণসম্পন্ন শান্তি ও সম্প্রীতির সমাজ সৃষ্টির জন্য সমাজ সংস্কার করতে। তাইতো তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নৈতিক মানুষ, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সদগুণ সম্পন্ন উত্তম মানুষ *(junzi)* হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সংস্কৃতির পরিবর্তন ও তার উত্তরাধিকার একইসাথে অবস্থান করে। আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি উত্তরাধিকারে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পরিবর্তিত হয়। [Cui Shang, 2020:16] আবার ঐতিহ্যগত দিক থেকে সংস্কৃতির আবেদন চিরন্তন। সে কারণেই পরিবর্তিত পৃথিবী, সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐতিহ্যগতদর্শনতার আবেদন জানিয়ে গুরুত্ব প্রমাণে বারবার ফিরে আসে তার উত্তরাধিকারীদের হাত ধরে বা উত্তরাধিকারীদের কাছে। কনফুসিয় শিক্ষাদর্শন বিষয়ে তেমনটাই বলা যেতে পারে। শিক্ষার অন্যতম কাজের একটি হলো সমাজিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখা। তাই শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট মনোযোগ ও বিনিয়োগ এখন সময়ের দাবী। বর্তমান পৃথিবী এক ভয়াবহ সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং নানাবিধ সামাজিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হলেও সমাজিক সংকট নিরসনে শিক্ষা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না। এর অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দিক সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। এমন বাস্তবতায় কনফুসিয়াসের সামাজিক সম্পর্কভিত্তিক মানবতাবাদী এবং নৈতিক শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

## গ্রন্থপঞ্জি

Wing-Tsit Chan (1969), *A Souree Book in Chinese Philosophy,* New Jersey : Princeton University Press.

Chenyang Li., (2017), Education as a Human Right: A Confucian Perspective. *Philosophy East and West,* Vol. 67, No. 1, (https://www.jstore.org/stable/44135546).

Cui Shang Tong, (2020), Analysis on Educational Philosophy of Confucianism, Taoism and Legalism. *International Education, Economics, Social Science, Arts, Sports and Management Engineering Conference (IEESASM 2020).*

Creel, H. G., (1960), *Confucius and the Chinese Way*, New York: Harper & Row.

Donald H. Bishop (ed.), (1995), *Chinese Thought*: *An Inroduction*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

Han, Q., (1995), The reasons why Chinese science and technology fell behind in the early modern time, *Studies in Dialectics of Nature*, II, pp. 9-14.

Han, Y., (2009), Initiative moral eucation model in higher education under the influence of Confucianism, *Yournal of Heilong Jiang College of Education, 28 (7)*.

Helena Wan, (1985), *The Educational Thought of Confucious*, China. https://ecommons.luc.edu/luc_diss/1875

Hsu Fu-Kuan, (1963), *The History of Chinese Philosophy of Human Nature*, Taiwan: Tung Hai University.

Koller,J. M., (2016), *Asian Philosophies,* New York: Routledge.

Koller, J. M. & Koller, P. J., (1998), *Asian Philosophies* (3rd ed.), New Jerscy: Prentice Hall.

Kuing Ryu, The Teachings of Confucius: A Humanistic Adult Education Perspective, *Adult Education Research Conference. (*https://newprairiepress.org/acre/2008/papers/ 57).

Lai, K. L., (1995) Confucian moral thinking. *Philosophy East and West*, 45 (2). pp. 249-272. https://doi.org/10.2307/1399567

Liu, J. (2007), Analysis on the scientific spirit in Confucious' thoughts. *Forum of Social Science, 7*.

Richey, J., Confucius. *In Internet encyclopedia of philosophy*. Retrived from (www.iep.utmedu/confuciu/2005).

Shigeki Kaizuka, (1956), *Confucius*, trans. Geoffrcy Brownas London: George Allen& Unwin Ltd..

Shryock, J. K., (1960), *The Origin and Development of the State Cult of Confucius*, New York: Harper & Row.

Uno, *Confucius,* (1926), Trans. Chen Pin Huo, Shanghai: Commercial Press Ltd..

Wang Cung Hsing, (1971), *The Chinese Mind*, California: Greenwood Press, pp.23-25.

Yum, J. O., (1988), The impact of Confucianism on interpersonal relationships and communication Patterns in East Asia. *Communication Monographs 55 (4),* 374-388.

Zhuran You, A. G. Rud & Yingzi Hu, (2018), *The Philosophy of Chinese Moral Education: A History,* New York: Palgrave, Macmillan.

হেলাল উদ্দিন (অনু.), (২০১৮), *কনফুসিয়াস– এর কথোপকথন: (লুনইউ বা অ্যানালেক্টর্স)* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।